\*\*\*\*\* সাবান গাছ \*\*\*\*\*\*

ছবি দেখে কোনো মজাদার ফল মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এগুলো রিঠাফল। তবে ফল হলেও এর স্বাদ পরখ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ রিঠাফল খাবার হিসেবে নয়, বরং ফলটির নানা কাজে ব্যবহারের উপযোগিতাই মুখ্য। মুদি দোকান কিংবা ঔষধি গাছগাছড়ার দোকানে এর শুকনো ফল পাওয়া যাবে। আর সিলেট অঞ্চলে সতেজ ফল দেখতে হলে যেতে হবে আমাদের কলেজের সুযোগ‍্য অধ‍্যক্ষ মহোদয় [Md Niazur Rahman](https://web.facebook.com/MD.Niazur?__cft__%5b0%5d=AZUWgyZMCwMUglD124X0tN4tm7Aae32MfxfqBvzm3N5OBwv6JpSvEEygq3pWPnzU_blOwX-HS0UF-oYy2Y9CtPT4UdtWhDjSfePl3FDMOd0bIdEtXSlJDZLPrzth9bs-1aro2w02UAo6UV3e9zNHgcbr&__tn__=-%5dK-R) পরিচালিত হাফছা মজুমদার মহিলা ডিগ্রী কলেজ, প্রাঙ্গণ জকিগঞ্জ, সিলেট । তবে একসময় আমাদের বন-পাহাড়সহ প্রায় সারাদেশেই এটি বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যেত। 'উদ্ভিদ সংহিতা' গ্রন্থে এফ এম মনিরুজ্জামান জানিয়েছেন, দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এ গাছ বেশি দেখা যায়।

ফুল কিংবা ফলের মৌসুম ব্যতীত বছরের অন্যান্য সময় এ গাছ নিতান্তই সাদামাটা গোছের। অধিকাংশ সময়ই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু ফলের মৌসুমটা উপেক্ষা করা সত্যিই কঠিন। এক সময় যখন কোনো সাবান আবিস্কৃত হয়নি তখন রিঠার পাতা ও ফল সাবানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহূত হতো। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, একসময় বনচারী সাধু-সন্তরা গা ধোয়ার কাজে রিঠাফল ব্যবহার করতেন।

গাছ বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট, ১০ থেকে ১২ মিটার উঁচু হতে পারে। পত্রিকার সংখ্যা অসংখ্য। পত্রদণ্ড ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা। ফুল সাদাটে ও রোমশ। বহির্বাস ৫টি, পাপড়ি সরু ও ৪ থেকে ৫টি। প্রস্টম্ফুটনকাল জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি এবং ফলের সময় জুন-জুলাই। ফল শাঁসালো। কাঁচা রং সবুজাভ, পাকলে হলুদ-সোনালি। বীজ পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ফেনা হয়। উলের তৈরি পোশাক পরিস্কারের জন্য এই ফেনা উত্তম। এখনও দেশের কোথাও কোথাও এই পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়া হয়। বিউটি পার্লারগুলোতেও শ্যাম্পুর বিকল্প হিসেবে চুল ধোয়ার কাজে ব্যবহূত হতে দেখা যায়।

রিঠার ইংরেজি নাম Soap Plant, মানে সাবান বৃক্ষ। অন্যান্য নামের মধ্যে আছে Soap Nut, Soap Berry, Wash Berry ইত্যাদি। এরা উত্তর ভারত এবং হিমালয়ের প্রজাতি। এই গণে প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ১৩। Sapindus mukorossi ছোট জাতের রিঠা। সাধারণত এই প্রজাতিটিই বাগানে রোপণ করা হয়। দেখতে সুদর্শন। পত্রদণ্ড ১৫ থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার, পাতা বিপ্রতীপভাবে বিন্যস্ত। ফুল সাদাটে বা বেগুনি। ফল প্রায় গোলাকার।

রিঠা বমনকারক, বাতনাশক ও গর্ভপাতক। মৃগী, হাঁপানি, মূর্ছাসহ আরও অনেক রোগে ব্যবহার্য। বীজের শাঁস কাপড়ে জড়িয়ে নাকে রাখলে হাঁপানির উপশম হয়। কাঠ বেশ শক্তপোক্ত, সাধারণত তেলের ঘানিতে ব্যবহার করা হয়। গাছের শিকড়েও প্রচুর পরিমাণে সেপুনিন আছে। এই প্রাকৃতিক সাবান সহজ উপায়ে ব্যবহারের জন্য উন্নততর গবেষণা প্রয়োজন।

স‍্যার কলেজ ক‍্যাম্পাসে বিরল প্রজাতির নানা গাছ রূপন করে কলেজ ক‍্যাম্পাসকে সবুজের সমাহারে সাজিয়েছেন। ধন্যবাদ স‍্যার আপনাকে বিরল প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করে কলেজ ক‍্যাম্পাসকে সুন্দর করার জন‍্য।

[.](https://web.facebook.com/photo/?fbid=614248492907830&set=pcb.614248656241147&__cft__%5b0%5d=AZUWgyZMCwMUglD124X0tN4tm7Aae32MfxfqBvzm3N5OBwv6JpSvEEygq3pWPnzU_blOwX-HS0UF-oYy2Y9CtPT4UdtWhDjSfePl3FDMOd0bIdEtXSlJDZLPrzth9bs-1aro2w02UAo6UV3e9zNHgcbr&__tn__=H-R)